ভট্টশঙ্কুক

ভট্টলোল্লটের পরবর্তী যুগে রসবাদ প্রতিষ্ঠা করেন শঙ্কুক | ইনি খৃঃ নবম শতকের কাশ্মীরী নৈয়ায়িক এবং আলঙ্কারিক | শঙ্কুক রচিত নাট্যশাস্ত্রের ভাষা এখন পাওয়া যায় না | শঙ্কুক এর মতে, রসসূত্রের "সংযোগ" শব্দের অর্থ হল, গম্য-গমক সম্বন্ধ | "নিষ্পত্তি" শব্দের অর্থ হল "অনুমিতি" | অতএব সমগ্র সূত্রের অর্থ হল : বিভাব, অনুভাব এবং ব্যাভিচারি ভাবের সঙ্গে ব্যাপ্তির সম্বন্ধ থাকার ফলে, বিভাব প্রভৃতি দ্বারা রসের অনুমান হয়ে থাকে | অর্থাত বিভাব, অনুভাব এবং ব্যাভিচারি ভাব থেকে, অনুমানের মাধ্যমে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের জ্ঞান উত্পন্ন হয় | এখানে বিভাব, অনুভাব এবং ব্যাভিচারি ভাব হল হেতু (গমক), স্থায়িভাব হল সাধ্য (গম্য) | স্থায়ীভাবের অনুমান অলৌকিক আনন্দের জনক | অলৌকিক আনন্দের অনুভূতি-ই রস | অভিনেতা- অভিনেত্রী নাটকের নায়ক-নায়িকাকে নিপুণভাবে অনুকরণ করেন | দর্শক অভিনেতা- অভিনেত্রীকেই আসল রাম-সীতা এবং আসল দুষ্যন্ত-শকুন্তলা মনে করেন | রামের ভূমিকায় অভিনয়কারী অভিনেতা এবং আসল রামের মধ্যে দর্শকের এই অভেদ-বোধ, এক বিশেষ ধরণের বোধ বা জ্ঞান প্রতীত হয় | সাধারণত অনুভূতিকে জ্ঞান, প্রতীতি, বুদ্ধি, বোধ এই চার ভাগে ভাগ করা হয় | এরা হল সম্যক, মিথ্যা, সংশয় এবং সাদৃশ্যের বোধ | নায়ক এবম অভিনেতা - দুয়ের মধ্যে দর্শকের যে অভেদ বোধ, তা উপরি উক্ত চার রকম বোধ বা জ্ঞান থেকে পৃথক | কেননা দর্শক অভিনেতাকে একেবারে "রাম" মনে করে না | কারণ দর্শক জানেন তিনি 1975 সালের মানুষ আর রামকে তিনি কখন-ই দেখতে পারেন না | দ্বিতীয়ত, আগে "চেনা সেই অভিনেতাটি রাম" একরম বুঝে পরে দর্শকের এমন জ্ঞান হচ্ছে

না যে, এই অভিনেতাটি রাম নয় | তৃতীয়ত, দর্শকের মনে "ঐ অভিনেতাটি রাম হতেও পারে নাও হতে পারে" এরকম সন্দেহও হয় না | চতুর্থত, ঐ অভিনেতা রামের মত- তাও ভাবেন না দর্শক | আসলে, এই অভেদ-বোধ অভেদ-কল্পনা | লোল্লট অবশ্য বলেছেন, অভিনেতা এবং চরিত্রের অভেদ বোধ এক ধরণের মিথ্যাজ্ঞান | এখানেই লোল্লট ও শঙ্কুক এর মতপার্থক্য | শকুন্তলা নাটকের অভিনয়ের সময়ে দর্শক অভিনেতাকে "দুষ্যন্ত" হতে অভিন্ন বলে মনে করেন | অভিনেতা ও কাব্যানুসন্ধান এবং অভ্যাসের জন্য এমন নিপুণভাবে অভিনয় করেন যে, শকুন্তলা প্রভৃতি বিভাবসমূহ, মৃগয়াত্যাগ, নিদ্রা-অভাব প্রভৃতি অনুভাব সমূহ এবম তনুতা, চিন্তা প্রভৃতি ব্যাভিচারি-ভাব সমূহ অভিনেতার নিজস্ব হয়ে প্রতিভাত হয় | এই সমস্ত বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারিভাব থেকে দুষ্যন্ত-অভিন্নরূপে জ্ঞাত অভিনেতায় রতি অনুমিত হয় | আর সহৃদয়ের (দর্শকের) বাসনা বা সংস্কার যখন ঐ রতির স্বাদ গ্রহণ করতে থাকে, তখন তার নাম হয় রস | যে সমস্ত স্থায়িভাব নটে বিদ্যমান বলে অনুমিত হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে নটের নয় | ওগুলি নায়কাশ্রিত মানসিক ভাবের সদৃশ | তাই নটে অনুমীয়মান রত্যাদি নায়ক-নিষ্ঠ রত্যাদির সদৃশ | শঙ্কুক এর মতবাদ "অনুমিতিবাদ" নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে |